ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB 06 2000
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

এবারের বইমেলা

মানস ঘোষ

বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণ জুড়ে থরে থরে ফুটে আছে ফুল। ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা কিছু গোলাপও আছে। তারা প্রস্তুত। বইমেলার অভ্যাগতদের স্বাগত জানানোর জন্য রঙ আর বাহারি পাপড়ি মেলে তারা চেয়ে আছে। আজ বিকেল থেকেই শুরু হচ্ছে এদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের সবচেয়ে বড়ো আসর বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলা।

বইপ্রেমীদের স্বাগত জানানোর জন্য শুধু ফুলেরাই নয়, প্রস্তুত মেলা আয়োজক বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ, সহযোগী পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্যরা। তারা সবাই নতুন শতাব্দীর সূচনালগ্নের এই বৃহৎ মেলাকে আরো পরিচ্ছন্ন আরো সুন্দর করে তুলতে চান। চান ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বসংস্থা ইউনেস্কোর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মেলায় নতুন মাত্রা যোগ করতে।

কিন্তু এসবই সম্ভব ফেব্রুয়ারি মাসের এই মেলা যদি নির্বিঘ্নে চলতে পারে। সবারই ভয় হরতাল অবরোধ আর শহরজুড়ে শীত মৌসুমের নানা ধ্বংসাত্মক কর্মসূচিকে। একুশের মেলাকে কি রাখা যায় না হরতালের আওতামুক্ত? রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এমন প্রশ্নই রেখেছেন আয়োজক আর প্রকাশকরা। তারা অনুরোধ করছেন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে, বইমেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার জন্য।

তারপরও হয়তো হরতাল অবরোধ থেমে থাকবে না। অন্তত গতবারের মেলা অভিজ্ঞতা থেকে তাই বলা যায়। এসবের পাশাপাশিই মাথা উঁচু করে চলতে থাকবে বাঙালির অহঙ্কার একুশের বইমেলা। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য আর ঔজ্জ্বল্যে যা ছাড়িয়ে গেছে অন্যসব কিছু। বাঙালি প্রাণের আবেগে এসে মেলে এই মেলায়। বাঙালি প্রাণ পায়, বল পায়, আশাবাদী হয়ে ওঠে এখানে এসেই।

হবে, আমাদের হবে, হতেই হবে এমনি সব উচ্চারণে আনন্দে ঝিলিক দিয়ে ওঠে প্রবীণদের মুখ। তরুণের শিরদাঁড়া হয় খাড়া। মুখে ছড়িয়ে পড়ে অহঙ্কারের রাগ। জঞ্জালগুলোকে দূর করতেই হবে। শক্ত হয় তার মুষ্টি। এসবই তো একুশের প্রাপ্তি। যে চেতনাকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে বাংলা একাডেমীর বইমেলা।

মেলাকে ঘিরে মাসব্যাপী প্রচারে জানা যাবে আরো অনেক কথা। জানা যাবে বইয়ের কথা। এখন শুধু শোনা যাক মেলা আয়োজনের বিস্তারিত।

যে বই পাওয়া যাবে
যে বই পাওয়া যাবে না

বইমেলায় বইই প্রধান উপজীব্য। তবে বাংলা একাডেমীর একুশের মেলায় সব ধরনের বই পাওয়া যায় না। এখানে শুধুমাত্র

● এরপর ১৬ পাতায়

● ১৬ পাতার পর

এবারের বইমেলা

ঘাস না থাকায় মাঠে বসে আড্ডাও আর আগের মতো হয় না। বর্ধমান হাউসের বারান্দাগুলো আগে সারাক্ষণ আড্ডাবাজদের দখলে থাকলেও, এখন বাংলা একাডেমীই নানা আয়োজন নিয়ে তা দখল করে রাখে।

আড্ডার অন্যতম যে অনুষঙ্গ সেই চায়ের সঙ্গেই যেন বিমাতার সম্পর্ক বাংলা একাডেমীর। বেশ ক'বছর আগেই বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে চায়ের স্টল উধাও হয়েছে। তখন অবশ্য স্টলগুলো বসতো সামনের রাস্তায়। দুবছর ধরে রাস্তায় স্টলগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় বইমেলাকে ঘিরে চায়ের আয়োজন বিদায় নেয়। মেলা প্রাঙ্গণে ফ্লাস্কে করে চা বিক্রিও নিষিদ্ধ করা হয়। সব মিলিয়ে কোণঠাসা হয়ে পরে আড্ডাবাজরা। গত বছর দামি খাবারের মোবাইল রেস্তোরাঁ দিয়ে একাডেমী কর্তৃপক্ষকে বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সবাই আশা করেছিলেন এবার অন্তত চায়ের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ আড্ডাবাজদের দিকে মুখ ফেরালেন না।

বই কেনাবাচায় ওয়েবসাইট

বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলাকে সামনে রেখে ডাটা সফট বাংলাদেশ লিঃ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এঞ্জেলসেট টেকনোলজি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে বইয়ের একটি অনলাইন ই-কমার্স সাইট চালু করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইট থেকে বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের বই সরাসরি কেনা যাবে।

এবারের বইমেলাকে পুরোপুরি ওয়েবে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসও এই সাইটে থাকবে। বইমেলা শেষ হলেও এই সাইট থেকে বই কেনা যাবে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন প্রায় ১০ হাজার বাংলা বইয়ের ডাটাবেজ সংবলিত banglabooks. com নামে এই ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

মূলত প্রবাসী বাঙালিদের জন্য এই ই-কমার্স ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। প্রবাসীরা তাদের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই সাইট থেকে তাদের প্রিয় লেখকের বই সংগ্রহ করতে পারবেন। মেলার শুরুর দিনে এই ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।

এছাড়াও বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ গতবারের মতো এবারও মেলার খবর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইন্টারনেটে আলাদা ওয়েবসাইট খুলেছে। এ জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থাকে।

ভাষা শহীদের নামে মেলা চত্বর

এ আয়োজনটি একেবারেই নতুন। আয়োজকরা এবার পুরো মেলাকে সাতটি চত্বরে ভাগ করেছেন। চত্বরগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে সাতজন ভাষা শহীদের নামে। এরা হলেন শহীদ বরকত, রফিক, শফিউর, গোলাম, জব্বার, আউয়াল ও অহিউল্লাহ। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণের দুটি বৃক্ষমূলকে 'রবীন্দ্র চত্বর' ও 'নজরুল চত্বর' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রেসভবন সংলগ্ন বয়রাতলা 'রবীন্দ্র চত্বর' এবং বধমান হাউসের সামনের আতমলা নজরুল চত্বর নামে এ বছর পরিচিতি পাবে।

নিরাপত্তা

বইমেলার সামগ্রিক নিরাপত্তার সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে বেশ কয়েকটি সাদা পোষাকধারী পুলিশের দল দায়িত্ব পালন করবে। মেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন উত্যক্তকারী কেউ ধরা পড়লে তার ছবি তুলে সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হবে। মেলায় এ বছরের বাজেট ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। আর অংশ নিচ্ছে ২১৫টি প্রকাশনী সংস্থা।